কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা

স্মারক নং-১২.১১.০০০০.০১২.৩৮.০০১.২০ /২৭০০ তারিখঃ ০২/০৯/২০২১ খ্রি.

প্রাপক
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
.....অঞ্চল (সকল)

বিষয়ঃ আমন ধান ক্ষেতের বিভিন্ন পোকা ও রোগ আক্রমনের সতর্ক বার্তা।

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চলতি আমন ধান ক্ষেতে যে কোনো সময় যে কোনো রোগ ও পোকা আক্রমনের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হতে পারে। এজন্য নিয়মিত মাঠ মনিটরিং সহ অতন্দ্র জরিপ কার্যক্রম চালু রাখা জরুরী। আপনার অঞ্চলাধীন জেলা-উপজেলা সমূহে আমন ধান রক্ষার্থে নিম্নের তথ্যাবলীর আলোকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

আমন ধান ক্ষেতের প্রধান প্রধান পোকা আক্রমনের অনুকূল পরিবেশ

পোকার নাম	অনুকূল পরিবেশ
মাজরা পোকা	• আশ্বিন কার্তিক মাসে এই পোকার আক্রমন বেশ তীব্র হয়। • অধিক মাত্রায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে । • ধানের সব কয়টি পর্যায়ে যদি তাপমাত্রা ৩৫°সে. বা এর বেশী হলে। • উষ্ণ ও আর্দ্রযুক্ত আবহাওয়া অর্থাৎ ৮০%-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা এই পোকার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত।
বাদামী গাছ ফড়িং	• আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত স্থান এদের বংশ বিস্তারের জন্য উপযোগী। • যে সমস্ত জমি সব সময় ভিজা থাকে বা কিছু পানি জমে থাকে সে সকল জমিতে এ পোকার আক্রমন বেশী হতে পারে। • ঘন করে এলোমেলোভাবে চারা রোপন করলে এ পোকার আক্রমন বেশী হতে পারে। • প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ব্যবহার করলে এ পোকার আক্রমন দেখা যায়। • জমি থেকে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার না করা। • ১২-৩১° সে. তাপমাত্রায় এদের বংশ বিস্তার বেশী হয়। • ভেজা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এরা বসবাস করতে পছন্দ করে।
চুঙ্গি পোকা	• আমন মৌসুমে এ পোকার আক্রমন বেশী হয়। • বেশী মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যাবহার করলে আক্রমন বেশী হয়। • জলাবদ্ধ জমি।
গান্ধি পোকা	• উচ্চ তাপমাত্রা (২৫-৩০°সে.)

পোকার নাম	অনুকূল পরিবেশ
	• উচ্চ আর্দ্রতা (৮০% এর উপরে) • মেঘলা আকাশ। • ঘনঘন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি।
শীষ কাটা লেদা পোকা	• এ পোকার আক্রমন আমন ও আউশ মৌসুমে বেশী হয়। • এ পোকার কীড়া নিচু, ভিজা জমির ধানক্ষেত আক্রমন করে। • মেঘলা আকাশ। • ঘনঘন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি।
পাতা মোড়ানো পোকা	• আমন ও আউশ ধানে এদের আক্রমন বেশী হয়। • আদ্রতা ৮০% এর বেশী। • ২৫-২৯° সে. তাপমাত্রা। • বৃষ্টির পর ২-৩ দিন প্রখর রোদ। • জমিতে অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার।
সবুজ পাতা ফড়িং	• ইহা প্রধানত আমন ও আউশ মৌসুমে বেশী দেখা যায়। • জমিতে অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার।

আমন ধান ক্ষেতের প্রধান প্রধান রোগ আক্রমনের অনুকূল পরিবেশ

রোগের নাম	অনুকূল পরিবেশ
ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ	• উচ্চ তাপমাত্রা (২৬-৩০°সে.) • ৭০% এর উপরে আর্দ্রতা। • শিশির, সেচের পানি, বৃষ্টি, বন্যা বা ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমে এ রোগ বেশী ছড়ায়। • বীজতলা থেকে চারা তোলার সময় যদি শিকড় ছিড়ে যায় তাহলেও এ রোগের আক্রমন হতে পারে।
খোল পোড়া রোগ	• আউশ ও আমন মৌসুমে এ রোগটি বেশী হয়। • সাধারনত: ফুল হওয়া থেকে ধান পাকা পর্যন্ত এ রোগের লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। • ২৮-৩২°সে. তাপমাত্রা। • ৮৫%-১০০% আর্দ্রতা। • অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার। • ঘন করে এলোমেলোভাবে চারা রোপন।
বাদামী দাগ রোগ	• এ রোগটি চারা অবস্থা থেকে যে কোনো বয়সের ধান গাছে হতে পারে। • বেলে জাতীয় মাটিতে যেখানে পুষ্টি উপাদানের অভাব বা পানির অভাব থাকে সেখানে এই রোগের মাত্রা বেড়ে যায়। • চারার বয়স বেশী হলেও এ রোগটির প্রকোপ বেশী দেখা যায়।
টুংরো রোগ	• সবুজ পাতা ফড়িং এর উপস্থিতি। • রোপনের পর কুশি বৃদ্ধি অবস্থায় ক্ষেতে বাহক পোকা থাকলে নতুন নতুন গাছে লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রোগের নাম	অনুকূল পরিবেশ
বাকানী ও গোড়া পঁচা রোগ	• উচ্চ তাপমাত্রা (৩০-৩৫° সে.) • অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার।
ভূয়াঝুল বা লক্ষীরগু	• ধানের দুধ অবস্থা থেকে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় এ রোগটি দেখা যায়। • ধানের ফুল আসার সময় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হলে এ রোগের প্রকোপ বেশী হয়। • অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার।
ব্লাস্ট রোগ	• বেলে মাটি যার পানি ধারন ক্ষমতা কম সেখানে এ রোগ বেশী হতে দেখা যায়। • দীর্ঘ দিন জমি শুকনা অবস্থায় থাকলেও এ রোগের আক্রমন হতে পারে। • ধানের চারা অবস্থা থেকে ধান পাকা পর্যন্ত যে কোনো সময় এ রোগটি হতে পারে। • অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার। • বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। • রাতে ঠান্ডা, দিনে গরম ও সকালে শিশির পড়লে এ রোগের প্রকোপ বাড়ে।
গুড়ি পঁচা	• এ রোগ সাধারণত চারা, কুশি ও ফুল হওয়া অবধি এ রোগ দেখা যায়। • উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা।
খোল পঁচা	• গাছের থোড় অবস্থা এ রোগটির উপযোগী সময়। • মাজরা পোকা ও টুংরো রোগাক্রান্ত গাছে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। • গরম ও স্যাতসেঁতে আবহাওয়ায় এ রোগ বৃদ্ধি পায়।

(ড. মো: আবু সাইদ মিঞা)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
ফোন: ৯১৩১২৯৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১. উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।